ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক পণ্য হইতে সৃষ্ট বর্জ্য (ই-বর্জ্য) ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৯

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১ নং আইন)-এর ধারা ২০-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা ঃ-

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনামঃ (১) এই বিধিমালা ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক পণ্য হইতে সৃষ্ট বর্জ্য (ই-বর্জ্য) ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৯ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই বিধিমালা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। প্রয়োগঃ এই বিধিমালা সকল উৎপাদনকারী, ব্যবসায়ী বা দোকানদার, মজুদকারী, পরিবহনকারী, মেরামতকারী, সংগ্রহ কেন্দ্র ব্যবস্থাপনাকারী, চূর্ণকারী, পুনঃব্যবহারোপোযোগীকরণকারী, নিলাম বিক্রেতা, রপ্তানিকারক, ভোক্তা বা বড় ব্যবহারকারী ভোক্তা যাহারা তফসিল-১ এ বর্ণিত ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক পণ্য উৎপাদন, বিপণন, ক্রয়, বিক্রয়, আমদানী, রপ্তানি, মজুদ, গবেষণাগারে গবেষণার জন্য মজুদ, পরিত্যজন, মেরামত, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং পরিবহন বা এ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রমের সহিত জড়িত তাহাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে। এই বিধিমালার কোনো বিধানই নিম্নরূপ ক্ষেত্রে প্রয়োগ হইবে না। যথা-

১) তেজস্ক্রিয় বর্জ্য যাহা পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২ (২০১২ সালের ১৯ নং আইন) এবং পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ১৯৯৭ (এসআরও নম্বর-২০৫-ল/৯৭) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

৩। সংজ্ঞা ঃ- বিষয় অথবা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে এই বিধিমালায়-

(ক) **"অধিদপ্তর"** অর্থ বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫-এর ধারা ৩ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন উল্লিখিত পরিবেশ অধিদপ্তর;

(খ) **''নিবন্ধন''** অর্থ বিধি ১২-এর উপবিধি (২)-এর অধীন **নিবন্ধিত** ই-বর্জ্য উৎপাদন, পরিচালনা, সংগ্রহ, গ্রহণ, মজুদ, পরিবহন, প্রক্রিয়াকরণ, পুনঃব্যবহারোপযোগীকরণ, চূর্ণকরণ, পুনঃচক্রায়ন এবং পরিত্যজন বা ধ্বংসকরণের জন্য প্রস্তুতকারক, চূর্ণকারী এবং পুনঃব্যবহারোপযোগীকরণকারী এবং মেরামতকারীকে প্রদত্ত **নিবন্ধন;**

(গ) **"অজ্ঞাতনামা পণ্য"** অর্থ প্রস্তুতকারকের নামবিহীন বা স্থানীয়ভাবে সংযোজিত ইলেকট্রিক বা ইলেকট্রনিক পণ্য অথবা যে সকল পণ্যের প্রস্তুতকারী এখন আর উক্ত পণ্য প্রস্তুত করে না।

(ঘ) **"আইন"** অর্থ বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১নং আইন);

(ঙ) **''ইলেকট্রিক্যাল এবং/অথবা ইলেকট্রনিক পণ্য''** অর্থ এ বিধিমালার তফসিল-১ এ বর্ণিত এমন পণ্য যাহার উৎপাদন, হস্তান্তর এবং পরিমাপ সংক্রান্ত কার্যকলাপ বিদ্যুৎ শক্তি এবং বিদ্যুৎ চৌম্বক ক্ষেত্রের উপর নির্ভর করে পরিচালিত হয়;

(চ) **''ই-বর্জ্য''** অর্থ যেসব ইলেকট্রিক্যাল এবং**/অথবা** ইলেকট্রনিক সামগ্রীর অর্থনৈতিক জীবন শেষ হইয়া গিয়াছে অথবা ব্যবহারকারীর কাছে যার মূল্য বা প্রয়োজন শেষ হইয়া গিয়াছে অথবা যখন আর ব্যবহৃত হইবে না বা ব্যবহার উপযোগিতা থাকে না বা উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বাদ পড়িয়াছে বা অপ্রয়োজনীয় বিবেচনায় ফেলিয়া দেয়া হয় এমন ইলেকট্রিক্যাল এবং**/অথবা** ইলেকট্রনিক পণ্য যাহা তফসিল- ২ এর অন্তর্ভূক্ত;

(ছ) **''ই-বর্জ্যের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা''** অর্থ ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় গৃহীত প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ যথা ই-বর্জ্য সংগ্রহ, পরিবহন, পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ, পুনঃব্যবহার এবং পরিত্যজন বা ধ্বংসকরণের সমন্বিত প্রক্রিয়া যাহা পরিবেশ এবং জনস্বাস্থ্যকে ই-বর্জ্যের বিরূপ প্রভাব থেকে রক্ষা করিবে;

(জ) **''অর্থ প্রণোদনা''** অর্থ একটি কার্যক্রম, যাহার আওতায় ভোক্তা কর্তৃক মেয়াদোত্তীর্ণ/অব্যবহৃত/অকেজো ই-পণ্যটি ফেরত দেয়ার সময় বিক্রেতা/কোম্পানী/প্রস্তুতকারক/সংযোজনকারী ভোক্তাকে নির্দিষ্ট অর্থ প্রণোদনা হিসেবে প্রদান করিবে;

(ঝ) **''চূর্ণকারী (dismantler)''** অর্থ যেকোনো ব্যক্তি যিনি পরিত্যাক্ত বা ব্যবহৃত ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক পণ্য বা ইহার অংশবিশেষ ভাঙার কাজে নিয়োজিত।

(ঞ) **"তফসিল"** অর্থ এই বিধিমালার সহিত সংযোজিত যে কোন তফসিল;

(ট) **''নিলাম বিক্রয় (auction)''** অর্থ ব্যবহৃত ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক পণ্য বা পণ্যের অংশবিশেষ টেন্ডার, নিলাম, ব্যক্তিগত চুক্তির মাধ্যমে ব্যক্তি, কোম্পানি বা সরকারি কোনো বিভাগের দ্বারা বিক্রয়;

(ঠ) **''প্রকৃত লক্ষ্যমাত্রা''** অর্থ এই বিধিমালার তফসিল ৫ এ বর্ণিত লক্ষ্যমাত্রা;

(ড) **পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকারী (recycler)''** অর্থ কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যিনি বা যাহারা পুনঃব্যবহারোপযোগী ও পুনরুদ্ধারের জন্য ই-বর্জ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণে নিয়োজিত;

(ঢ) **''প্রস্তুতকারক''** অর্থ কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যিনি-

১) নিজস্ব ব্র্যান্ডের অধীন ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক পণ্য উৎপাদন, বিক্রয়, মজুদ ও বিপণন করিয়া থাকে।

২) অন্য কোনো প্রস্তুতকারকের বা সরবরাহকারীর ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক পণ্য নিজ ব্র্যান্ডের অধীন উৎপাদন, বিক্রয়, মজুদ ও বিপণন করিয়া থাকে। এবং

''সংযোজনকারী ''অর্থ কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যিনি নিজস্ব ব্র্যান্ডের অধীন ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক পণ্য সংযোজন, বিক্রয়, মজুদ ও বিপণন করিয়া থাকে।

(ণ) **''প্রস্তুতকারকের সম্প্রসারিত দায়িত্ব''** অর্থ যে কোনো ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক পণ্য প্রস্তুতকারকের এমন দায়িত্ব যাহা পণ্য উৎপাদন ছাড়াও পণ্যটির কার্যকরী জীবন শেষ হওয়ার পর অথবা অব্যবহৃত ই-পণ্যের পরিবেশসম্মত সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা করা;

(ত) **''প্রস্তুতকারকের সম্প্রসারিত দায়িত্ব অনুমোদন''** অর্থ পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত অনুমোদন যাহার আওতায় প্রস্তুতকারকের প্রসারিত দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা এবং লক্ষ্যমাত্রাসহ প্রস্তুতকারীর বিশদ দায়িত্ব এবং ই-বর্জ্য বিনিময় সংক্রান্ত বিষয়াদি উক্ত অনুমোদনে উল্লেখ থাকিবে;

(থ) **''প্রস্তুতকারকের সম্প্রসারিত দায়িত্ব পরিকল্পনা''** অর্থ পরিবেশ অধিদপ্তরের নিকট প্রস্তুতকারক কর্তৃক দাখিলকৃত পরিকল্পনা, যাহা প্রস্তুতকারক কর্তৃক প্রস্তুতকারকের সম্প্রসারিত দায়িত্ব অনুমোদন এবং আবেদনের সময় দাখিল করিতে হয়। উক্ত পরিকল্পনায় প্রস্তুতকারক কর্তৃক যে পদ্ধতিতে স্থিরকৃত লক্ষ্য অর্জন করিবে তারও উল্লেখ থাকিবে।

(দ) **''প্রস্তুতকারক কর্তৃক দায়িত্ব প্রদানকৃত/প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান''** অর্থ একটি পেশাজীবী প্রতিষ্ঠান, যাহা স্বতন্ত্রভাবে বা যৌথভাবে প্রস্তুতকারক কর্তৃক অনুমোদন বা আর্থিক সহায়তার প্রেক্ষিতে ই-বর্জ্য সংগ্রহ এবং সুনির্দিষ্ট ধাপে/চ্যানেলে মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্যের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করিবে;

(ধ) **''পুরাতন বর্জ্য''** অর্থ ঐ সকল ই-বর্জ্য যাহা এই বিধিমালা কার্যকর হইবার পূর্ব হইতে বাজারে বা পরিবেশে বিদ্যমান রহিয়াছে;

(ন) **''পরিবহনকারী (transporter)''** অর্থ কোনো ব্যক্তি যিনি আকাশ, রেল, সড়ক বা পানিপথে ই-বর্জ্য বহন **করিবে;**

(প) **"ফর্ম"** অর্থ এই বিধিমালার সহিত সংযোজিত যে কোন ফর্ম;

(ফ) **"ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা স্থান"** অর্থ যেখানে ই-বর্জ্য সৃজন, গ্রহণ, প্রক্রিয়াকরণ, গুদামজাতকরণ, পরিত্যজন বা ই-বর্জ্য হইতে নির্দিষ্ট কোনো বস্তু পুনরুদ্ধার সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়;

(ব) **''ব্যক্তি''** অর্থ কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ এবং সংবিধিবদ্ধ হউক বা না হউক, কোনো কোম্পানি, সমিতি বা সংস্থাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ভ) **''বড় ব্যবহারকারী ভোক্তা (bulk consumer)''** অর্থ ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক পণ্যের অধিক ব্যবহারকারী যেমন - মন্ত্রণালয়, সরকারি অধিদপ্তর, বহুজাতিক কোম্পানি, ব্যাংক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি কোম্পানি এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান যাহা ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনের অধীন নিবন্ধিত;

(ম) **''ব্যবসায়ী বা দোকানদার (dealer)''** অর্থ যেকোনো ব্যক্তি যিনি ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক পণ্য বিক্রয় করিয়া থাকেন বা কোনো ভোক্তা, অধিক ব্যবহারকারী, অন্যান্য ব্যবসায়ী বা প্রস্তুতকারকের পক্ষে খুচরা বিক্রেতাদের নিকট হইতে ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক বর্জ্য ফেরত নিয়া থাকেন;

(য) **"টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি ব্যবহারকারী"** অর্থ টেলিযোগাযোগ সেবা সংক্রান্ত যে কোন ধরণের টেলিযোগাযোগ যন্ত্র ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠান। সকল মোবাইল অপারেটরসহ অন্যান্য টেলিযোগাযোগ সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান এই সংজ্ঞার আওতায় পড়বে এবং তফসিল ১-এর ক্রমিক নং-৫ এর টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতির জন্য প্রযোজ্য হবে।

(ল) **''বিরূপ প্রভাব (Adverse effect)''** অর্থ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা অনুযায়ী পরিবেশ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থা, জনস্বার্থ ও জনস্বাস্থ্যের উপর নেতিবাচক প্রভাব;

(শ) **''ভোক্তা (consumer)''** অর্থ অধিক ব্যবহারকারীগণসহ যেকোনো ব্যক্তি যাহারা ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক পণ্য ব্যবহার করিয়া থাকে;

(ষ) **''মজুদ''** অর্থ কোনো ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক পণ্য হইতে সৃষ্ট বর্জ্য (ই-বর্জ্য) পরবর্তীতে ব্যবহার বা অন্যত্র প্রেরণ বা অপসারণ বা পরিত্যাজনের উদ্দেশ্যে এক স্থানে জমা করিয়া রাখা;

(স) **''মজুদকারী''** অর্থ কোনো ব্যক্তি যিনি বা যাহারা ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক পণ্য হইতে সৃষ্ট বর্জ্য (ই-বর্জ্য) পরবর্তীতে ব্যবহারের বা অন্যত্র প্রেরণ বা অপসারণ বা পরিত্যজনের উদ্দেশ্যে এক স্থানে জমা করিয়া রাখেন;

(হ) **''মেরামত (refurbishment)''** অর্থ ব্যবহৃত বা পুরাতন ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক পণ্য পুনরায় ব্যবহার ও বাজারে বিক্রয়ের জন্য মেরামত করা;

''মেরামতকারী (refurbisher)'' অর্থ কোনো ব্যক্তি যিনি মেরামত কাজে নিয়োজিত;

(৭) **''রপ্তানি''** অর্থ কোনো ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক পণ্য হইতে সৃষ্ট বর্জ্য (ই-বর্জ্য) বাংলাদেশের অভ্যন্তর হইতে বাহিরে লইয়া যাওয়া; এবং

''রপ্তানিকারক'' অর্থ কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যিনি বা যাহারা কোন দেশ বা দেশের অধীন স্থান হইতে ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক পণ্য হইতে সৃষ্ট বর্জ্য (ই-বর্জ্য) অন্য দেশে রপ্তানি করেন এবং যে দেশ বা দেশের অধীন কোন স্থান হইতে রপ্তানি করা হয় সেই দেশও রপ্তানিকারক বলিয়া গণ্য হইবে;

(ং) **''লক্ষ্যমাত্রা''** অর্থ প্রস্তুতকারকের সম্প্রসারিত দায়িত্ব পূরণকল্পে প্রস্তুতকারক কর্তৃক যে পরিমাণ ই-বর্জ্য সংগ্রহ করা হইবে।

(ঃ) **''সংগ্রহ কেন্দ্র (collection centre)''** অর্থ ই-বর্জ্য সংগ্রহের নিমিত্তে ব্যক্তিগত বা যৌথভাবে অথবা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে স্থাপিত কেন্দ্র;

৪। **প্রস্তুতকারক বা সংযোজনকারীর দায়িত্ব**।- প্রস্তুতকারক বা সংযোজনকারীর দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ-

১) ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক পণ্য প্রস্তুতের সময় উৎপাদিত যেকোনো ই-বর্জ্য পুনঃব্যবহারোপযোগী বা ধ্বংস করার নিমিত্তে সংগ্রহ করিবে;

২) ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার স্থানাদির জন্য সরবরাহকৃত সকল ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক পণ্যে দেশের কোড, ক্রমিক নম্বরসহ কোম্পানি কোড বা ব্যক্তিগত পরিচয় ব্যবহার নিশ্চিত করিবে;

৩) ধ্বংসপ্রাপ্ত পণ্য থেকে উৎপাদিত ই-বর্জ্য নিবন্ধিত মেরামতকারী, চূর্ণকারী বা পুনঃব্যবহারোপযোগীকরণকারী বরাবর সরবরাহ নিশ্চিত করিবে;

৪) ফ্লুরোসেন্ট এবং মারকারী যুক্ত ল্যাম্পসমূহের ক্ষেত্রে যেখানে পুনঃচক্রায়নকারী পাওয়া যায়না সেক্ষেত্রে উক্ত ই-বর্জ্য মজুদ এবং নিষ্পত্তি সুবিধার (disposal facility) লক্ষ্যে সংগ্রহ কেন্দ্রে সরবরাহ নিশ্চিত করিবে;

৫) ধ্বংসপ্রাপ্ত সকল ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক পণ্য রাখার জন্য ব্যক্তিগত পর্যায়ে বা সমন্বিতভাবে সংগ্রহ কেন্দ্র স্থাপন করিবে;

৬) ধ্বংসপ্রাপ্ত ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক পণ্য থেকে উৎপন্ন ই-বর্জ্যের পরিবেশসম্মত সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার খরচ পরিচালনার জন্য অর্থায়নের ব্যবস্থা রাখা। অর্থায়নের এ ব্যবস্থা স্বচ্ছ হওয়া বাঞ্ছনীয়। এইরূপ ব্যবস্থা প্রস্তুতকারক ব্যক্তিগত বা যৌথ উদ্যোগে করিতে পারিবে;

৭) ই-বর্জ্যসমূহ মজুদ এবং পরিবহনের সময় পরিবেশ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থার যাহাতে কোন ধরনের ক্ষতি সাধিত না হয় বা ক্ষতি সংঘটনের সুযোগ না থাকে, সে লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রণীত নির্দেশিকা অনুসরণ করা হইবে মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করিতে হইবে

৮) ব্যবহৃত বা পুরাতন বা অকেজো ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক পণ্য সঠিকভাবে ব্যবস্থপনার সুবিধার্থে ব্যবসায়ী বা দোকানদার এবং নিবন্ধিত সংগ্রহ কেন্দ্রের নাম, ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর এবং ই-মেইল নম্বর ইত্যাদি পণ্যের গায়ে বা মোড়কের গায়ে অথবা ভোক্তা ও বড় ব্যবহারকারীগণের নিকট সরবরাহ করিবে;

৯) নিম্নবর্ণিত বিষয়ে প্রকাশনা, লিফ লেট, তথ্য সম্বলিত বুকলেট, বিজ্ঞাপন পোস্টার এবং ডিজিটাল পদ্ধতি (ওয়েবসাইট, ইমেইল, এসএমএস ইত্যাদি) এর মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি করিবে-

(ক) ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক পণ্য বা পদার্থের বিপদজনক উপাদানসমূহের তথ্য;

(খ) ই-বর্জ্যের সঠিক ব্যবস্থাপনা, চূর্ণ বা পরিত্যাগ না করা বা পুনঃব্যবহারোপযোগী না করার ঝুঁকি সম্পর্কীয় তথ্য যা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা অনুযায়ী পরিবেশ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থা, জনস্বার্থ ও জনস্বাস্থ্যের ক্ষতি সাধন করিতে পারে।

১০) বিধি ১২ অনুযায়ী পরিবেশ অধিদপ্তর হইতে নিবন্ধন গ্রহণ করিবে;

১১) ফরম-১ অনুযায়ী ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নথি সংরক্ষণ করা যা যথাযথ কর্তৃপক্ষ চাহিলে উপস্থাপন করিবে।

১২) প্রত্যেক প্রস্তুতকারক বা সংযোজনকারী এই বিধিমালার নির্ধারিত ফরম-২ অনুযায়ী প্রত্যেক অর্থবছর সমাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে বা তাহার পূর্বে ই-বর্জ্য সংক্রান্ত বাৎসরিক প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করিবে।

৫। **প্রস্তুতকারকের/সংযোজনকারীর সম্প্রসারিত দায়িত্ব**।- প্রস্তুতকারকের/সংযোজনকারীর সম্প্রসারিত দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ-

১) ব্যক্তিগত ভোক্তা/প্রাতিষ্ঠানিক ভোক্তা কর্তৃক তফশিল ২-এ উল্লিখিত ইলেক্ট্রিক্যাল এবং ইলেক্ট্রনিক মেয়াদোত্তীর্ণ/অব্যবহৃত/অকেজো পণ্য/যন্ত্রপাতি ফেরত দেয়ার সময় বিক্রেতা/প্রস্তুতকারক/সংযোজনকারী ভোক্তাকে সময় সময় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত নির্দিষ্ট অর্থ প্রণোদনা হিসেবে প্রদান করিতে হইবে;

২) প্রত্যেক প্রস্তুতকারকের/সংযোজনকারীর সম্প্রসারিত দায়িত্বের জন্য বিধি ১২ অনুযায়ী পরিবেশ অধিদপ্তরে নিবন্ধনের আবেদনের সময় ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত প্রস্তুতকারকের/সংযোজনকারীর সম্প্রসারিত দায়িত্বের পরিকল্পনা (Plan)

ফরম-৩ অনুযায়ী দাখিল করিবে। উক্ত পরিকল্পনায় প্রত্যেক প্রস্তুতকারক/সংযোজনকারী কর্তৃক বছরে কী পরিমাণ উৎপন্ন ই-বর্জ্য চূর্ণকরণ বা পুন:ব্যবহারের উদ্দেশ্যে সংগ্রহ করা হইবে তার একটি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করিতে হইবে। উক্ত ই-বর্জ্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের ভিত্তি হইবে বিগত বছরে যে পরিমান ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক পণ্য বাজারে ছাড়া হইয়াছে তার গড় জীবন/গড় স্থায়িত্ব বিবেচনায়;

৩) পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রত্যেক প্রস্তুতকারকের/সংযোজনকারীর সম্প্রসারিত দায়িত্বের অনুমোদনের সময় প্রকৃত লক্ষ্যমাত্রা তফশিল-৩ অনুযায়ী নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইবে;

৪) পরিবেশ অধিদপ্তরের সদর দপ্তর কর্তৃক দৈব পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে যদি প্রতীয়মান হয় যে প্রস্তুতকারকের/সংযোজনকারীর সম্প্রসারিত দায়িত্ব অনুমোদনের শর্ত বা এই বিধিমালার অধীন কোন শর্ত পালনে ব্যর্থ হয়েছে সেক্ষেত্রে শুনানীর যুক্তিসংগত সুযোগ প্রদানের পর এবং লিখিতভাবে উহার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া উক্ত প্রস্তুতকারকের/সংযোজনকারীর সম্প্রসারিত দায়িত্বের অনুমোদন (যাহা জনস্বার্থে প্রয়োজনীয় মনে করিয়া এই বিধিমালার অধীনে নিবন্ধিত) স্থগিত বা বাতিল করিতে পারিবে;

৫) পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিবেশসম্মতভাবে ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে এই বিধিমালায় আরোপিত শর্তসহ প্রস্তুতকারকের/সংযোজনকারীর সম্প্রসারিত দায়িত্বের অনুমোদন প্রাপ্তদের একটি অনলাইন বা শুধু রেজিষ্টার সংরক্ষণ করিতে হইবে।

৬। **মজুদকারী বা ব্যবসায়ী বা দোকানদারের দায়িত্ব**।- এই বিধিমালার বিধান সাপেক্ষে ই-বর্জ্য মজুদকারী বা ব্যবসায়ী বা দোকানদারের দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ-

১) প্রত্যেক মজুদকারী বা ব্যবসায়ী বা দোকানদার এই বিধিমালার ফরম- ৪ অনুযায়ী নিবন্ধনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর বরাবর আবেদন করিবে। পরিবেশ অধিদপ্তর নিম্নোক্ত বিষয় বিবেচনা সাপেক্ষে নিবন্ধন প্রদান করিবে-

(ক) পরিবেশ অধিদপ্তর যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, আবেদনকারী পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ করিয়াছে এবং নিবন্ধন প্রদানে কোনো বাধা নাই তবে পরিবেশ অধিদপ্তর ৩০ দিনের মধ্যে নিবন্ধন কার্যক্রম নিস্পন্ন করিবে। উল্লেখ্য যে, নিবন্ধিত মজুদকারী বা ব্যবসায়ী বা দোকানদার এর নবায়নের প্রয়োজন হবেনা তবে পরিবেশ অধিদপ্তর মনে করিলে পুনরায় নিবন্ধনের আবেদন করিতে হইবে;

(খ) নিবন্ধিত মজুদকারী বা ব্যবসায়ী বা দোকানদার ই-বর্জ্য সংগ্রহ সংক্রান্ত বিস্তারিত বর্ণনা সাপেক্ষে পরিবেশ অধিদপ্তরে বাৎসরিক প্রতিবেদন দাখিল করিবে অন্যথায় এইরূপ ব্যর্থতার অভিযোগে পরিবেশ অধিদপ্তর তাহার নিবন্ধন বাতিল করিতে পারিবে। তবে, এইরূপ ব্যর্থতার যথাযথ কারণ দর্শানোর সুযোগ না দিয়া পরিবেশ অধিদপ্তর নিবন্ধন বাতিল করিবে না।

৩) প্রত্যেক মজুদকারী বা ব্যবসায়ী বা দোকানদার ইহা নিশ্চিত করিবে যে প্রস্তুতকারকের নিকট হইতে ই-বর্জ্য নিরাপত্তার সহিত সংগ্রহ করিয়াছে এবং নিরাপদ পরিবহনের সাহায্যে অনুমোদিত সংগ্রহ কেন্দ্রে পরিবহন করিয়াছে;

৪) প্রত্যেক মজুদকারী বা ব্যবসায়ী বা দোকানদার এই বিধিমালার নির্ধারিত ফরম-১ অনুযায়ী ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নথি রক্ষণাবেক্ষণ করিবে এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের পর্যবেক্ষণের জন্য তাহা সহজলভ্য করিবে।

৭। **মেরামতকারীর দায়িত্বঃ** এই বিধিমালার বিধান সাপেক্ষে মেরামতকারীর দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ-

১) প্রত্যেক মেরামতকারী মেরামত প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন ই-বর্জ্য সংগ্রহ করিবে এবং তাহা অনুমোদিত সংগ্রহ কেন্দ্রে প্রেরণ করিবে;

২) প্রত্যেক মেরামতকারী এই বিধিমালার ফরম-৪ অনুযায়ী নিবন্ধনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট অফিসে আবেদন করিবে। বিভাগীয় অফিস নিম্নোক্ত বিষয় বিবেচনা সাপেক্ষে নিবন্ধন প্রদান করিবেন-

(ক) পরিবেশ অধিদপ্তর যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, আবেদনকারী পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ করিয়াছে এবং নিবন্ধন প্রদানে কোনো বাধা নাই তবে পরিবেশ অধিদপ্তর ৩০ দিনের মধ্যে নিবন্ধন সম্পন্ন করিবে। তবে নিবন্ধিত মেরামতকারীর নবায়নের প্রয়োজন হইবে না;

(খ) নিবন্ধিত মেরামতকারী ই-বর্জ্য উৎপাদন সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য পরিবেশ অধিদপ্তরে বাৎসরিক ভিত্তিতে দাখিল করিবে অন্যথায় এইরূপ তথ্য সরবরাহের ব্যর্থতার অভিযোগে পরিবেশ অধিদপ্তর তাহার নিবন্ধন বাতিল করিতে পারিবে। তবে, এইরূপ ব্যর্থতার যথাযথ কারণ দর্শানোর সুযোগ না দিয়া পরিবেশ অধিদপ্তর নিবন্ধন বাতিল করিবে না।

৩) প্রত্যেক মেরামতকারী ইহা নিশ্চিত করিবে যে সংগৃহীত ই-বর্জ্য পরিবেশসম্মতভাবে নিরাপদে অনুমোদিত সংগ্রহ কেন্দ্রে বা নিবন্ধিত পুনঃব্যবহারোপযোগীকরণকারীর নিকট সরবরাহ করা হইয়াছে;

৪) প্রত্যেক মেরামতকারী এই বিধিমালার নির্ধারিত ফরম-১ অনুযায়ী ই-বর্জ্য পরিচালনা সংক্রান্ত নথি রক্ষণাবেক্ষণ করিবে এবং চাহিবামাত্র যথাযথ কর্তৃপক্ষের পর্যবেক্ষণের জন্য তাহা উপস্থাপন করিবে।

৮। **সংগ্রহ কেন্দ্রের দায়িত্বসমূহ-** এই বিধিমালার বিধান সাপেক্ষে কোনো ব্যক্তি যিনি ব্যক্তিগত বা প্রাতিষ্ঠানিক বা যৌথভাবে সংগ্রহ কেন্দ্র পরিচালনা করিতেছেন তাঁহার দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ-

১) এই বিধিমালার বিধান-১২ অনুযায়ী পরিবেশ অধিদপ্তর হইতে অনুমোদন গ্রহণ করা এবং সংগ্রহ কেন্দ্রের বিস্তারিত তথ্য যেমন ঠিকানা, টেলিফোন ও হেল্পলাইন নম্বর, ই-মেইল ইত্যাদি জনসাধারণের নিকট সরবরাহ করিবে;

২) প্রস্তুতকারক, সংযোজনকারী বা মেরামতকারী বা নিবন্ধিত চূর্ণকারী বা পুনঃব্যবহারোপযোগীকরণকারীর নিকট পাঠানোর পূর্বে সংগৃহীত ই-বর্জ্য পরিবেশসম্মতভাবে নিরাপদ সংরক্ষণ নিশ্চিত করিবে;

৩) ই-বর্জ্যের নিরাপদ পরিবহন নিশ্চিত করিবে;

৪) ই-বর্জ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণের সময় পরিবেশ ও প্রতিবেশের কোনো ক্ষতি সাধিত হইবে না মর্মে নিশ্চিত করিবে;

৫) এই বিধিমালার নিধারিত ফরম-১ আনুসারে ই-বর্জ্য পরিচালনা সংক্রান্ত নথি রক্ষণাবেক্ষণ করিবে এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের পর্যবেক্ষণের জন্য উপস্থাপন করিবে।

৬) এই বিধিমালার নির্ধারিত ফরম-২ অনুযায়ী প্রত্যেক অর্থবছর সমাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে বা তাহার পূর্বে ই-বর্জ্য সংক্রান্ত বাৎসরিক প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করিবে;

৯। **ব্যক্তিগতভোক্তা অথবা বড় ব্যবহারকারীর/প্রাতিষ্ঠানিক ভোক্তার দায়িত্ব**।- এই বিধিমালার বিধান সাপেক্ষে ভোক্তাগণ বা বড় ব্যবহারকারী/প্রাতিষ্ঠানিক ভোক্তাগণ নিম্নোক্ত দায়িত্ব পালন করিবে -

১) ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক পণ্যের ব্যাক্তিগত ভোক্তা বা বড় ব্যবহারকারী বা প্রতিষ্ঠান তাহাদের ই-বর্জ্যসমূহ কোন নির্দিষ্ট দোকানদার বা ব্যবসায়ী বা মজুদকারী অথবা কোনো সংগ্রহ কেন্দ্রে জমা দিবেন;

২) ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক পণ্যের বড় ব্যবহারকারী/প্রতিষ্ঠান এই মর্মে নিশ্চিত করিবে যে তাহাদের ই-বর্জ্য নিলামে বিক্রয় করিয়াছে বা কোনো নির্দিষ্ট ব্যবসায়ী বা কোনো অনুমোদিত সংগ্রহ কেন্দ্র বা কোনো মেরামতকারী বা কোনো নিবন্ধিত চূর্ণকারী বা কোনো পুনঃব্যবহারোপযোগীকরণকারী বা কোনো সংগ্রহকারক বা মেরামত সুবিধা প্রাপ্তির জন্য প্রস্তুতকারকের নিকট জমা দিয়াছেন;

৩) বড় ব্যবহারকারী/প্রাতিষ্ঠানিক ভোক্তাগণ এই বিধিমালার নিধারিত ফরম-১ আনুসারে ই-বর্জ্য পরিচালনা সংক্রান্ত নথি রক্ষণাবেক্ষণ করিবে এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের পর্যবেক্ষণের জন্য উপস্থাপন করিবে;

৪) বড় ব্যবহারকারী/প্রাতিষ্ঠানিক ভোক্তাগণ এই বিধিমালার নির্ধারিত ফরম-২ অনুযায়ী প্রত্যেক অর্থবছর সমাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে বা তাহার পূর্বে ই-বর্জ্য সংক্রান্ত বাৎসরিক প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করিবে।

১০। **চূর্ণকারীর দায়িত্ব -** প্রত্যেক চূর্ণকারী নিম্নোক্ত দায়িত্বসমূহ পালন করিবে।-

১) এই বিধিমালার বিধি ১২ ও ১৪ অনুযায়ী পরিবেশ অধিদপ্তরে নিবন্ধন ও ছাড়পত্র গ্রহণ করিতে হইবে;

২) ই-বর্জ্য সংরক্ষণ বা মজুদ এবং পরিবহনের মাধ্যমে পরিবেশের এবং জনস্বাস্থ্যের কোনো রূপ ক্ষতি সাধিত হইবে না মর্মে নিশ্চিত করিবে এবং সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদেরকে ই-বর্জ্যের স্বাস্থ্যঝুঁকি সম্পর্কে অবহিত করিবে;

৩) চূর্ণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিবেশ বা জনস্বাস্থ্যের উপর কোনোরূপ বিরূপ প্রভাব পড়িবে না মর্মে নিশ্চিত করিবে;

৪) পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত দিক নির্দেশনা অনুযায়ী চূর্ণ প্রক্রিয়াজাতকরণ নিশ্চিত করিবে;

৫) চূর্ণ ই-বর্জ্য পৃথক করা হইয়াছে এবং তাহা পুনঃরূদ্ধারে জন্য নিবন্ধিত পুনঃব্যবহারোপযোগীকরণ স্থানে পাঠানো হইয়াছে তাহা নিশ্চিত করিবে;

৬) পরিত্যজন বা ধ্বংসকরণ অংশবিশেষ অনুমোদিত প্রক্রিয়াকরণ গুদামে বা ভস্মীভূতকরণ স্থানে পাঠানো নিশ্চিত করিবে;

৭) এই বিধিমালার নিধারিত ফরম-১ আনুসারে ই-বর্জ্য পরিচালনা সংক্রান্ত নথি রক্ষণাবেক্ষণ করিবে এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের পর্যবেক্ষণের জন্য উপস্থাপন করিবে;

৮) এই বিধিমালার নির্ধারিত ফরম-২ অনুযায়ী প্রত্যেক অর্থবছর সমাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে বা তাহার পূর্বে ই-বর্জ্য সংক্রান্ত বাৎসরিক প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করিবে;

৯) নিশ্চিত করিবে যে, চূর্ণকরণ স্থান এবং পদ্ধতি পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত নিয়মানুযায়ী হইবে;

১০) কোন আবাসিক এলাকা এবং হাসপাতাল/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিকটে বা সংলগ্ন এলাকায় কোন চূর্ণকরণ প্ল্যান্ট স্থাপন করা যাইবে না;

১১) যেসকল ই-বর্জ্যসমূহ (ফ্লুরোসেন্ট এবং মারকারী যুক্ত ল্যাম্পসমূহ) পূর্ণ প্রক্রিয়াকরণ সম্ভব নয় সেসকল ই-বর্জ্যসমূহ চূর্ণকারী পরিবেশসম্মতভাবে মজুদ বা গুদামজাত এবং নিস্পত্তির ব্যবস্থা (Treatment Storage and Disposal Facility) গ্রহণ নিশ্চিত করিতে হইবে। ফ্লুরোসেন্ট এবং মারকারী যুক্ত ল্যাম্পসমূহের নিস্পত্তির পূর্বে পারদ নিশ্চল (immobilise) এবং বর্জ্য আয়তন হ্রাস করার লক্ষ্যে একটি প্রয়োজনীয় প্রাক-ব্যবস্থা (Pre treatment) নিশ্চিত করতে হইবে;

১১। **পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকারীর দায়িত্ব**।- প্রত্যেক **পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকারী** নিম্নোক্ত দায়িত্ব পালন করিবে-

১) এই বিধিমালার বিধি ১২ ও ১৪ এর বিধান অনুযায়ী পরিবেশ অধিদপ্তরে নিবন্ধন ও ছাড়পত্র গ্রহণ করিতে হইবে;

২) আন্তর্জাতিক মান বা সময় সময় সরকার কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশনা অনুযায়ী নিশ্চিত করিবে;

৩) পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ সংক্রান্ত সকল তথ্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পর্যবেক্ষণের সুবিধার্থে উপস্থাপন করিবে;

৪) পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণের সময় উৎপাদিত উচ্ছিস্ট বিপদজনক বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ গুদামে পরিবেশসম্মতভাবে গুদামজাত নিশ্চিত করিবে;

৫) ই-বর্জ্য সংরক্ষণ বা মজুদ এবং পরিবহনের মাধ্যমে পরিবেশের এবং জনস্বাস্থ্যের কোনো রূপ ক্ষতি সাধিত হইবে না মর্মে নিশ্চিত করিবে;

৬) পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিবেশ বা জনস্বাস্থ্যের উপর কোনোরূপ বিরূপ প্রভাব পড়িবে না মর্মে নিশ্চিত করিবে;

৭) এই বিধিমালার নিধারিত ফরম-১ আনুসারে ই-বর্জ্য পরিচালনা সংক্রান্ত নথি রক্ষণাবেক্ষণ করিবে এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের পর্যবেক্ষণের জন্য উপস্থাপন করিবে;

৮) এই বিধিমালার নির্ধারিত ফরম-৩ অনুযায়ী প্রত্যেক অর্থবছর সমাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে বা তাহার পূর্বে ই-বর্জ্য সংক্রান্ত বাৎসরিক প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করিবে;

৯) ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের ই-বর্জ্যের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সচেতন করিতে হইবে।

১২। **ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য** নিবন্ধন **গ্রহণ পদ্ধতি**।-

১) প্রত্যেক ই-বর্জ্য প্রস্তুতকারক, ব্যবসায়ী বা দোকানদার, মজুদকারী, পরিবহনকারী, মেরামতকারী, সংগ্রহ কেন্দ্র, চূর্ণকারী, পুনঃব্যবহারোপযোগীকরণকারী, নিলাম বিক্রেতা এবং রপ্তানিকারক পরিবেশ অধিদপ্তর হইতে নিবন্ধন গ্রহণ করিবে;

২) প্রত্যেক ই-বর্জ্য প্রস্তুতকারক, ব্যবসায়ী বা দোকানদার, মজুদকারী, পরিবহনকারী, মেরামতকারী, সংগ্রহ কেন্দ্র, চূর্ণকারী, পুনঃব্যবহারোপযোগীকরণকারী, নিলাম বিক্রেতা এবং রপ্তানিকারক এই বিধিমালার ফরম-৪ বা ৫ অনুযায়ী নিবন্ধন গ্রহণের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরে আবেদন করিবে;

৩) নিবন্ধন গ্রহণের আবেদন প্রাপ্তির পর পরিবেশ অধিদপ্তর যদি মনে করে যে ই-বর্জ্য নিরাপদে পরিচালনার জন্য আবেদনকারী যথেষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে এবং প্রযুক্তিগত দিক থেকে পর্যাপ্ত সামর্থ্যবান তবে এই বিধিমালার বিধান অনুযায়ী প্রেরিত আবেদন ৩০ দিনের মধ্যে ফরম-৬ অনুযায়ী নিবন্ধিত হইবে এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী বা দোকানদার, মজুদকারী, পরিবহনকারী, মেরামতকারী ব্যতীত এই নিবন্ধনের মেয়াদ হইবে অনধিক ৩(তিন) বৎসর;

৪) নিবন্ধনের পর কোনো কারণে যদি পরিবেশ অধিদপ্তর তা বাতিল করে তবে আবেদনকারীকে তাহার পক্ষে কারণ দর্শানোর যৌক্তিক সুযোগ প্রদান করিবে;

৫) এই বিধিমালার অধীন নিবন্ধিত প্রতিটি প্রতিষ্ঠান ফরম-১ অনুযায়ী ই-বর্জ্য পরিচালনার হিসাব প্রস্তুতপূর্বক সংরক্ষণ করিবে এবং তাহা যথাযথ কর্তৃপক্ষ চাহিবামাত্র উপস্থাপন করিবে;

৬) এই বিধিমালার নির্ধারিত ফরম-২ অনুযায়ী প্রস্তুতকারক/সংযোজনকারী, সংগ্রহকারী, চূর্ণকারী এবং পূনঃব্যবহারপোযোগীকরণকারী এবং রপ্তানিকারক কর্তৃক প্রত্যেক অর্থবছর সমাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে বা তাহার পূর্বে ই-বর্জ্য সংক্রান্ত বাৎসরিক প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করিবে;

৭) নিবন্ধন নবায়ন করার জন্য আবেদনকারী অনুমোদনের মেয়াদ শেষ হইবার কমপক্ষে ৩০ দিন আগে পরিবেশ অধিদপ্তরে আবেদন করিবে এবং পরিবেশ অধিদপ্তর যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, তাহার বিরূদ্ধে আইন ও বিধিমালা ভঙ্গের কোনো অভিযোগ নাই এবং প্রদত্ত শর্ত আবেদনকারী সঠিকভাবে প্রতিপালন করিয়াছে তবে তাহা নবায়ন করিবে;

৮) প্রত্যেক প্রস্তুতকারক, ব্যবসায়ী বা দোকানদার, মজুদকারী, পরিবহনকারী, মেরামতকারী, সংগ্রহ কেন্দ্র, চূর্ণকারী, পুনঃব্যবহারোপযোগীকরণকারী, নিলাম বিক্রেতা এবং রপ্তানিকারক নিবন্ধন গ্রহণ সংক্রান্ত শর্ত পূরণ করিতে সব ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে;

৯) পরিবেশ অধিদপ্তরের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা ই-বর্জ্যের পরিবেশসম্মত সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা প্রতিপালিত হইতেছে কিনা তাহা পর্যবেক্ষণ করিবে এবং ই-বর্জ্যের পরিবেশসম্মত সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত শর্ত যাহা এই বিধিমালায় উল্লেখ আছে তাহার তথ্য সংরক্ষণ করিবে এবং অফিস চলাকালীন সময়ে আগ্রহী ব্যক্তি বা ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির জন্য উন্মুক্ত করিয়া দিবে।

১৩। নিবন্ধন স্থগিত বা বাতিলের ক্ষমতা।-

১) পরিবেশ অধিদপ্তর যদি মনে করে যে নিবন্ধন গ্রহণকারী নিবন্ধনের কোনো শর্ত বা আইন বা বিধিমালার কোনো বিধান লংঘন করিয়াছে তবে নিবন্ধন গ্রহণকারীকে শুনানীর সুযোগ দিবে এবং শুনানী থেকে প্রাপ্ত তথ্য নথিবদ্ধ করিবে। শুনানী থেকে প্রাপ্ত তথ্য গ্রহণযোগ্য বিবেচিত না হইলে জনস্বার্থে এইরূপ নিবন্ধন বাতিল বা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্থগিত করিতে পারিবে;

১৪। পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ পদ্ধতি।–

১) ছাড়পত্র গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রত্যেক ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক পণ্য প্রস্তুতকারক বা সংযোজনকারী বা ই-বর্জ্য চূর্ণকারী বা পুনঃব্যবহারোপযোগীকরণকারী পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালার বিধি ৭-এ বর্ণিত বিধান অনুযায়ী পরিবেশ অধিদপ্তরে আবেদন করিবে এবং নবায়নের ক্ষেত্রেও পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালার, ১৯৯৭-এর ৮ (২) ধারা প্রযোজ্য হইবে;

২) প্রত্যেক ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক পণ্য প্রস্তুতকারক বা সংযোজনকারী বা ই-বর্জ্য চূর্ণকারী বা পুনঃব্যবহারোপযোগীকরণকারী এই বিধিমালার ফরম-১ অনুযায়ী ই-বর্জ্য সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ করিবে এবং এই বিধিমালার ফরম-২ অনুযায়ী প্রত্যেক অর্থবছর সমাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে বা তাহার পূর্বে পরিবেশ অধিদপ্তরে বার্ষিক প্রতিবেদন দাখিল করিবে;

৩) পরিবেশ অধিদপ্তর এই মর্মে নিশ্চিত হইবে যে, পুনঃব্যবহারোপযোগীকরণ প্রক্রিয়াটি পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত দিক নির্দেশনা অনুযায়ী পরিচালিত হইতেছে।

১৫। ই-বর্জ্য মজুদকরণ পদ্ধতি।-

১) প্রত্যেক প্রস্তুতকারক, ব্যবসায়ী বা দোকানদার, সংগ্রহ কেন্দ্র, চূর্ণকারী, মেরামতকারী এবং পুনঃব্যবহারোপযোগীকরণকারী তাহাদের ই-বর্জ্য ১৮০ দিনের বেশি মজুদ রাখিবে না এবং ই-বর্জ্য সংগ্রহ, বিক্রয়, হস্তান্তর, মজুদ এবং বিভাজন সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করিবে এবং পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক তদন্তের জন্য তাহা উপস্থাপন করিবে। উক্ত ই-বর্জ্য মজুদকরণের সময় পরিবেশ বান্ধব পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইবে;

তবে পরিবেশ অধিদপ্তর নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে ই-বর্জ্য মজুদকরণের সময় বর্ধিত করিতে পারিবে-

ক. চূর্ণকারী এবং পুনঃব্যবহারোপযোগীকরণকারীর বাৎসরিক মজুদকরণ ক্ষমতার উপর ভিত্তি করিয়া সর্বোচ্চ আরও ৯০ দিন পর্যন্ত সময় বর্ধিত করিতে পারিবে।

খ. যেখানে ই-বর্জ্যের পরিবেশবান্ধব পুনঃব্যবহারোপযোগীকরণ করিতে নির্দিষ্ট সময় প্রয়োজন, সেই ক্ষেত্রে সময় বর্ধিত করিতে পারিবে।

২) মজুদকারী মজুদকরণ স্থানে পর্যাপ্ত অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থা রাখিবে।

৩) ই-বর্জ্য যাতে মাটি, পানি, বায়ু তথা পরিবেশের সাথে সংমিশ্রন না ঘটে তার জন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

১৬। ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক পণ্য উৎপাদনে বিপদজনক পদার্থ ব্যবহারের মানমাত্রা।-

১) প্রত্যেক ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক পণ্য প্রস্তুতকারক তাহার পণ্য উৎপাদনে বিপদজনক পদার্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে এই বিধিমালার তফসিল-৪-এ বর্ণিত মানমাত্রা অনুসরণ করিবে। ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক পণ্য উৎপাদনে বিপদজনক পদার্থ ব্যবহার হ্রাসকরণ কার্যক্রম এই বিধিমালা কার্যকরী হইবার দিন থেকে ৫ বছরের মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবে। তবে সরকার প্রয়োজন বোধে এই সময়সীমা বর্ধিত করিতে পারিবে।

২) ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক পণ্যে বিপদজনক পদার্থ ব্যবহার হ্রাসকরণের ক্ষেত্রে হ্রাসকরণ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য অর্থাৎ কোন্ কোন্ বিপদজনক পদার্থ হ্রাস করা হইয়াছে এবং কোন্ কোন্ বিপদজনক পদার্থ বিদ্যমান রহিয়াছে তাহা পণ্য তথ্য বুকলেটে (product information booklet) সংযোজন করিতে হইবে।

৩) শুধুমাত্র তাহাদেরকে ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক পণ্য আমদানি বা বাজারজাতকরণের অনুমোদন প্রদান করা হইবে যাহারা ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক পণ্য উৎপাদনে বিপদজনক পদার্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে এই বিধিমালায় সংযুক্ত তফসিল-৪ এ বর্ণিত মানমাত্রা অনুসরণ করিয়াছে।

৪) প্রত্যেক ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক পণ্য প্রস্তুতকারক এই বিধিমালার তফসিল ৪-এর প্রয়োজনীয় শর্তাবলী পূরণে সম্মতিজ্ঞাপনপূর্বক লিখিত বিবৃতি বা মুচলেকা প্রদান করিবে।

১৭। গবেষণা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্যবহার ব্যতীত দাতব্য, অনুদান বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে কোনো পুরাতন বা ব্যবহৃত ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক পণ্যের আমদানী অনুমোদন করা হইবে না। তবে গবেষণা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবহারের নিমিত্ত আমদানীর পূর্বে পরিবেশ অধিদপ্তরের অনাপত্তি গ্রহণ করিতে হইবে।

১৮। বাৎসরিক প্রতিবেদন।-

১) বর্জ্যের বিশেষ ধরণ বিবেচনা করিয়া পরিবেশ অধিদপ্তরের বিভাগীয় অফিস প্রতিবছর ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে বাৎসরিক প্রতিবেদন দাখিল করিবে।

২) পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় বিভিন্ন বিভাগ হইতে প্রাপ্ত প্রতিবেদন একত্রিত করিবে এবং তা পুনঃপরীক্ষা ও নির্দেশনার জন্য প্রতিবছর ৩০ নভেম্বরের মধ্যে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিবে।

১৯। ই-বর্জ্য পরিবহন।-

১) ই-বর্জ্য পরিবহন অন্যান্য যেকোনো ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক পণ্যের পরিবহনের মতই হইবে। তবে পরিবহন অবশ্যই পরিবেশ বান্ধব হইতে হইবে;

২) ই-বর্জ্য চূর্ণকরণ বা পুনঃব্যবহারোপযোগীকরণ বা পরিবেশ সম্মতভাবে ধ্বংসকরণের জন্য যদি অন্য বিভাগে বা দেশের অন্য প্রান্তে বা একই বিভাগে যেইস্থানে ই-বর্জ্য উপজাত হিসাবে উৎপন্ন বা সংগৃহীত হয় সেইস্থানে হইতে ই-বর্জ্য যেখানে প্রক্রিয়াজাত করা হয় সেইখানে পরিবহনের ক্ষেত্রে পরিবহনকারী তাহার পরিবহন সম্পর্কে পরিবেশ অধিদপ্তরকে অবহিত করিবে। তবে, ব্যক্তিগত ই-বর্জ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হইবে না;

৩) পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য যেই প্রতিষ্ঠান ই-বর্জ্য পরিবহন করিতেছে সেই প্রতিষ্ঠান পরিবেশ বা জনস্বাস্থ্যের ক্ষতিরোধে প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে;

৪) ই-বর্জ্য পরিবহনে নিয়োজিত যানবাহনের চালককে ই-বর্জ্যের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে অবহিত করিতে হইবে।

২০। ই-বর্জ্য রপ্তানীকরণ।-

১) দেশে ই-বর্জ্য পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ/পুনঃব্যবহারোপযোগীকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না থাকিলে পরিবেশ অধিদপ্তরের অনাপত্তি সাপেক্ষে ই-বর্জ্য বিদেশে রপ্তানী করণকে উৎসাহিত করা হইবে;

২) ই-বর্জ্য রপ্তানীকারক এই বিধিমালার ফরম-১ অনুযায়ী ই-বর্জ্য সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ করিবে;

৩) ই-বর্জ্য রপ্তানীকারক এই বিধিমালার ফরম-২ অনুযায়ী প্রত্যেক অর্থবছর সমাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে বা তাহার পূর্বে পরিবেশ অধিদপ্তরে বার্ষিক প্রতিবেদন দাখিল করিবে;

২১। দুর্ঘটনাজনিত প্রতিবেদন দাখিল ও পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ।- যে স্থানে ই-বর্জ্য প্রক্রিয়াজাত করা হয় সে স্থানে বা ই-বর্জ্য পরিবহনের সময় যদি কোনো দুর্ঘটনা সংঘটিত হয় তাহা হইলে প্রস্তুতকারক, পরিবহনকারী, চূর্ণকারী, পুনঃব্যবহারোপযোগীকরণকারী তাৎক্ষনিক এই বিধিমালার ফরম-৭ অনুযায়ী পরিবেশ অধিদপ্তর, স্থানীয় আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এবং বিস্ফোরক অধিদপ্তর এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা বরাবরে দুর্ঘটনার প্রতিবেদন দাখিল করিবে। যে প্রতিষ্ঠানের ই-বর্জ্য পরিবহন করা হইতেছে উক্ত প্রতিষ্ঠান দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য দায়ী হইবেন।

২২। ই-বর্জ্য প্রস্তুতকারক, সংগ্রহ কেন্দ্র, পরিবহনকারী, চূর্ণকারী, মেরামতকারী এবং ব্যবহারোপযোগীকরণকারীর দায়সমূহ।-

১) ই-বর্জ্য প্রস্তুতকারক, সংগ্রহ কেন্দ্র, পরিবহনকারী, চূর্ণকারী, মেরামতকারী এবং পুনঃব্যবহারোপযোগীকরণকারী এই বিধিমালায় পূর্বে নির্ধারিত দায়িত্বের উপর ভিত্তি করিয়া পরিবেশগত বা জনস্বাস্থ্যের যে কোন ক্ষতিসাধনের জন্য দায়ী হইবেন। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গ এবং যাহারা ই-বর্জ্য ধ্বংস এবং পরিচালনার কাজে নিয়োজিত তাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়টিও ক্ষতিপূরণে অন্তর্ভুক্ত হইবে।

২) ই-বর্জ্য প্রস্তুতকারক, সংগ্রহ কেন্দ্র, পরিবহনকারী, চূর্ণকারী, মেরামতকারী এবং পুনঃব্যবহারোপযোগীকরণকারী যাহারা ২৩(১)-এর বিধান অনুযায়ী দায়ী হইবে তাহারা সাধনকৃত ক্ষতি সম্পর্কে পরিবেশ অধিদপ্তরকে অবগত করিবে এবং নিজ অর্থে পরিবেশগত এইরূপ ক্ষতিপূরণ করিতে বা ধ্বংসপ্রাপ্ত পরিবেশগত উপাদান পুনঃরূদ্ধার করিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

৩) ই-বর্জ্য নিবন্ধিত ব্যবসায়ী বা সংগ্রহ কেন্দ্রে জমা দেয়ার জন্য ভোক্তাগণ দায়ী হইবেন এবং এইরূপ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হইলে এই বিধিমালার অন্যান্য বিধান লংঘনে আইনে নির্ধারিত জরিমানা প্রদানে বাধ্য থাকিবে।

২৩। সরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের দায়িত্বসমূহঃ

১) ই-বর্জ্য সংগ্রহ, মজুদ, পরিবহন, মেরামত, চূর্ণকরণ, পুনঃব্যবহারোপযোগীকরণ এবং ধ্বংসকরণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম প্রয়োগযোগ্য আন্তর্জাতিক মান বা পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত নির্দেশনা যাহা সবসময় প্রয়োগযোগ্য সেই অনুসারে পরিচালিত হইবে।

২) পরিবেশ অধিদপ্তর, সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভাসহ সরকারের অন্যান্য সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ই-বর্জ্য সংগ্রহ, পুনঃচক্রায়ন, পুনব্যবহার এবং ধ্বংসের বিষয়গুলো নিয়ন্ত্রণ করিবে। পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার বিষয়টি পরিবেশ অধিদপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট সরকারী সংস্থা কর্তৃক পর্যবেক্ষণ করা হইবে।

৩) সিটি করপোরেশন/পৌরসভাসমূহ তাদের গৃহস্থালী বর্জ্য ফেলার স্থানে একটি সুনির্দিষ্ট স্থান ই-বর্জ্য ফেলার জন্য চিহ্নিত করিবে।

৪) ই-বর্জ্য গুলো সংগ্রহ কেন্দ্রে নিয়ে আসার বিষয়ে পরিবেশ অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক পণ্য উৎপাদনকারী, আমদানিকারী এবং সরবরাহকারীগণ জনগণের মধ্যে সচেতনা তৈরি করিবে।

২৪। দণ্ড -এই বিধিমালার কোন শর্ত লংঘন করা হইলে, বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত, ২০১০)-এর ১৫ (২) ধারা অনুযায়ী তাহা প্রয়োগযোগ্য হইবে।

২৫। আপীল-

১) পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য ছাড়পত্রের অনুমোদন গ্রহণ বা নবায়ন স্থগিত, বাতিল বা প্রত্যাহারের আদেশ বা নির্দেশ দ্বারা কোনো ব্যক্তি সংক্ষুদ্ধ হইলে তিনি বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫-এর ধারা ১৪ অনুযায়ী উক্ত আদেশ বা নির্দেশের বিরুদ্ধে অনধিক ৩০ দিনের মধ্যে ফরম-৮ অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আপীল করিতে পারিবেন।

২) আপীল কর্তৃপক্ষ যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, কোনো অনিবার্য কারণে উক্ত সময়ের মধ্যে সংক্ষুদ্ধ ব্যক্তি আপীল দায়ের করিতে পারেন নাই, তাহা হইলে উক্ত কর্তৃপক্ষ আপীল দাখিলের জন্য অতিরিক্ত অনধিক ৩০ দিন সময় বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

৩) এই বিধিমালার অধীন দায়েরকৃত আপীল দায়েরের তারিখ হইতে ৬০ দিনের মধ্যে নিস্পত্তি করা হইবে।

তফসিল-১

(বিধি ২,৩ (ণ) দ্রষ্টব্য)

ক. এই বিধিমালার অধীন ই-বর্জ্যের শ্রেণী বিভাগ

ক্রমিক নং	ই-বর্জ্যের শ্রেণী বিভাগ
১.	ঘরোয়া যন্ত্রপাতি (Household appliance)
২.	Monitoring and control instrument
৩.	Medical Equipments
৪.	Automatic Machine
৫.	তথ্য প্রযুক্তি এবং টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি (IT and telecommunication equipment)

সরকার প্রয়োজনে সময় সময়ে ই-বর্জ্যের শেণী বিভাগে বর্ণিত পণ্য সামগ্রীর তালিকা পরিবর্তন /পরিবর্ধন করতে পারবে।

তফসিল-২

তফসিল ১-এ বর্ণিত শ্রেণীসমূহের অধীন পণ্যসামগ্রীর তালিকা

ক্রমিক নং	শ্রেনী	পণ্য সামগ্রী
১.	ঘরোয়া যন্ত্রপাতি (Household appliance)	কম্প্যাক্ট ফ্লুরোসেন্ট ল্যাম্প (Compact Fluorescent Lamp বা CFL) বা মারকারীযুক্ত ল্যাম্প লেডযুক্ত ক্যাপাসিটর/ ব্যাটারী/ লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারী ক্যাডমিয়াম এবং এর যৌগধারী থারমাল কাট-অফ রেফ্রিজারেটর কাপড় ধোয়ার যন্ত্র (Washing machine) থালা-বাসন ধোয়ার যন্ত্র (Dish washer) মাইক্রোওয়েভ ওভেন (Microwave oven) রান্না বা খাদ্য প্রক্রিয়াকরণে ব্যবহৃত অন্যান্য ইলেকট্রিক/ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি (Other electrical/electronic appliance used for cooking and processing of food) বৈদ্যুতিক হিটার (Electric heating appliance) ভ্যাকুয়াম ক্লিনার (Vacuum cleaner) ইস্ত্রি এবং অনুরূপ অন্যান্য যন্ত্রপাতি (Iron and similar other appliance) টোস্টার (Toaster) ব্যাটারী, ল্যাম্প (Lamp) চূর্ণন যন্ত্র (Grinder) কফি তৈরীর যন্ত্র (coffee maker) খাবার ফ্রাই করার যন্ত্র (Fryer) টেলিভিশন (CRT, LCD, LED etc.) ডিভিডি প্লেয়ার (DVD Player/VCR/VCP)

ক্রমিক নং	শ্রেনী	পণ্য সামগ্রী
		ভিডিও ক্যামেরা (Video camera) ভিডিও ধারণ যন্ত্র (Video recorder) ডিজিটাল ক্যামেরা (Digital camera) রেডিও / অডিও এ্যামপ্লিফাইয়ার (Radio/Audio amplifier) ইলেকট্রিক/ইলেকট্রনিক বাদ্যযন্ত্র (electrical/electronic Musical instrument) শীতাতপ নিয়ন্ত্রক যন্ত্র বৈদ্যুতিক শক্তি দ্বারা পরিচালিত ওয়াটার ফিল্টার/ পিউরিফায়ার, ওয়াটার হিটার/ গিজার এবং গৃহস্থালী কাজে ব্যবহৃত অন্য যে কোন পণ্য;
২.	Monitoring and control instruments	ধোঁয়া নির্ণয়কারী যন্ত্র (Smoke detector) শিল্প-কারখানা এবং বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ব্যবহৃত কন্ট্রোল প্যানেল (control panel in industrial installation/power plant) তাপ নিয়ন্ত্রক (Heating regulator) থার্মোস্ট্যাট (Thermostat) বাড়ীতে বা গবেষণাগারে ব্যবহৃত ওজন নির্ণয়ক যন্ত্র ধোঁয়া নির্বাপক তেজস্ক্রিয় পদার্থ নেই এমন পরীক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র বা শিল্প-বিদ্যুৎ কেন্দ্রে স্থাপিত যন্ত্র (নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্র) কেন্দ্রীয় শীতাতপ নিয়ন্ত্রক যন্ত্র/চিলার ঘরোয়া কাজে এবং পরীক্ষাগারে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরণের পরিমাপক এবং বিভিন্ন সমন্বয়কারী যন্ত্র Engineering/ Environmental Survey Instruments Arsenic Measurement Instruments
৩.	Medical Equipments	• Microscope • Respiration Monitors • Glucose Monitors • Physical Therapy Devices • Laboratory Measurement Equipment (Thermo meter, PH meter, conductometer, Measuring Instrument, Titratable Acidity Mini Titrator, Refractive Index , Measurement of Liquids etc.) • Defibrillators • MRI Equipment • Diagnostic Imaging Equipment • Biomedical/Pathological Testing Devices • Urinalysis Equipment • Endoscopy Equipment • Hematology Equipment • Vital Sign Monitors • Ultrasound Equipment

ক্রমিক নং	শ্রেনী	পণ্য সামগ্রী
		• Computed Tomography (CT) Equipment • X-Ray machine • Other e-equipments used in Hospital and also in Diagnosis centre • Research based Lab Equipments etc.
৪.	Automatic Machine	কোমল পানীয় বিক্রয়ের স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র (Automatic dispenser for beverage/drink) টাকা উত্তোলনের জন্য ব্যবহৃত স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র (Automated Teller Machine)
৫.	তথ্য প্রযুক্তি এবং টেলিযোগাযোগ সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি (IT and telecommunication equipment)	কেন্দ্রীয় ডাটা প্রক্রিয়াকরণ: মেইনফ্রেম কম্পিউটার, মিনি কম্পিউটার, ব্যক্তিগত কম্পিউটার কম্পিউটার মনিটর (Computer Monitor) ল্যাপটপ কম্পিউটার (Laptop) নোটবুক/নোট প্যাড বা অনুরূপ যন্ত্রসহ প্রিন্টার (Printer) ফটোকপিয়ার (Photocopier) স্ক্যানার (Scanner) ফ্লপি (Floppy) ক্যালকুলেটর (Calculator) ফ্যাক্স (Facsimile/Fax) সেলুলার ফোন বা মোবাইল ফোন (Cellular telephone/mobile phone) টেলিফোন (land phone এবং cordless phone) তথ্য প্রযুক্তি এবং টেলিযোগাযোগ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য যন্ত্রপাতি যা বৈদ্যুতিক, মাইক্রোওয়েভ এবং অপটিক্যাল পদ্ধতিতে ভয়েস, তথ্য বা ছবি সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, উপস্থাপনা এবং প্রেরণে ব্যবহৃত হয় (Information Technology and Telecommunication related other products and equipments for the collection/storage of voice, information/picture, processing, presentation or communication of information, such as sound, image, data etc. By electronic, microwave and optical media)

(বিঃদ্রঃ- যে সকল পণ্যের মধ্যে তেজস্ক্রিয় উপাদান রহিয়াছে সেই সকল যন্ত্রপাতি পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২ (২০১২ সালের ১৯ নং আইন) এবং পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ১৯৯৭ (এসআরও নম্বর-২০৫-ল/৯৭) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।)

তফসিল -৩
(বিধি ৫(৪) দ্রষ্টব্য)

প্রস্তুতকারক/সংযোজনকারীর সম্প্রসারিত দায়িত্বের অনুমোদনের সময় নির্ধারণকৃত প্রকৃত লক্ষ্যমাত্রা

ক্রমিক নং	বছর	ই-বর্জ্য সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা/ওজন)
১.	বিধিমালা বাস্তবায়নের ১ম বছরে	প্রস্তুতকারকের/সংযোজনকারীর সম্প্রসারিত দায়িত্বের পরিকল্পনায় বর্ণিত উৎপাদিত ই-বর্জ্যের ১৫%
২.	বিধিমালা বাস্তবায়নের ২য় বছরে	প্রস্তুতকারকের/সংযোজনকারীর সম্প্রসারিত দায়িত্বের পরিকল্পনায় বর্ণিত উৎপাদিত ই-বর্জ্যের ২৫%
৩.	বিধিমালা বাস্তবায়নের ৩য় বছরে	প্রস্তুতকারকের/সংযোজনকারীর সম্প্রসারিত দায়িত্বের পরিকল্পনায় বর্ণিত উৎপাদিত ই-বর্জ্যের ৩৫%
৪.	বিধিমালা বাস্তবায়নের ৪র্থ বছর হতে চলমান	প্রস্তুতকারকের/সংযোজনকারীর সম্প্রসারিত দায়িত্বের পরিকল্পনায় বর্ণিত উৎপাদিত ই-বর্জ্যের ৫০%

তফসিল-৪

(বিধি ১৬(১), ১৬(৩) এবং ১৬(৪) দ্রষ্টব্য)

কিছু সুনির্দিষ্ট বিপদজনক উপাদান ব্যবহারের মানমাত্রা

(Threshold limits for use of certain hazardous substances)

ক্রমিক	উপাদানের নাম	মানমাত্রা
১.	Short Chain Chloro Paraffins, Alkanes, C10-13	≤ 25%
২.	Antimony trioxide	≤ 1%
৩.	Beryllium metal/ Beryllium oxide (Beryllia)	≤ 0.1%
৪.	Nickel/Cadmium/Cadmium oxide/ Cadmium sulphide	≤ 0.1%
৫.	Chromium VI	≤ 0.25%
৬.	Copper beryllium alloys	≤ 3%
৭.	Lead/Lead oxide	≤ 0.1%
৮.	Mercury	≤ 0.1%
৯.	Mineral Wool: [Man-made vitreous (silicate) fibers with random orientation with alkaline oxide and alkali earth oxide ($Na_2O+K_2O+CaO+MgO+BaO$) content greater than 18 % by weight]	≤ 2%
১০.	Octabromodiphenylether (OBDE)	≤ 2%
১১.	Polychlorobiphenyls: The level of 50 mg/kg (0.005%) should be the defining threshold concentration for wastes containing PCBs and PCTs: above that concentration such waste should be considered as hazardous.	≤ 0.25%
১২.	Refractory Ceramic Fibers: [Man-made vitreous (silicate) fibers with random orientation with alkaline oxide and alkali earth oxide ($Na_2O+K_2O+CaO+MgO+BaO$) content less or equal to 18 % by weight]	≤ 20%
১৩.	Liquid Crystals: Commercially available liquid crystals (LC) are mixtures of 10 to 20 substances, which belong to the group of substituted phenycyclohexanes, alkylbenzenes and cyclohexylbenzens. The chemical substances contain oxygen, fluorine, hydrogen and carbon. About 250 chemical substances are used for formulating more than thousand marketed liquid crystals.	≤ 0.15%
১৪.	Polyvinyl Chloride (PVC)	≤ 0.15%
১৫.	Tetrabromobisphenol-A (TBBPA)	≤ 0.15%

ফরম-১

(বিধি ৪(১১), ৬(৪), ৭(৪), ৮(৫), ৯(৩), ১০(৭), ১১(৭), ১২(৫) এবং ২০ (২) দ্রষ্টব্য)

ই-বর্জ্যের তথ্য রক্ষণাবেক্ষণ

প্রতিষ্ঠানের নাম ....

প্রতিষ্ঠান ঠিকানা ....

তথ্য রক্ষণাবেক্ষণে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি ....

পদবী ....

শিক্ষাগত যোগ্যতা ....

যোগাযোগ ঠিকানা (বিস্তারিত)ঃ ফোন নম্বর .... মোবাইল নম্বর ....

ই-মেইল .... ফ্যাক্স ....

অনুমোদনের তারিখ .... অনুমোদন মেয়াদ উত্তীর্ণ-এর তারিখ ....

ক্রমিক	ই-বর্জ্য পরিচালনার পরিমাণ ও ধরণ	শ্রেণী	পরিমাণ (কিলোগ্রাম)
১	ই-বর্জ্য মজুদের পরিমাণ ও ধরণ		
২	ই-বর্জ্য মেরামতের পরিমাণ ও ধরণ		
৩	ই-বর্জ্য চূর্ণকরণের পরিমাণ ও ধরণ		
৪	ই-বর্জ্য পুনঃব্যবহারোপযোগীকরণের পরিমাণ ও ধরণ		
৫	ই-বর্জ্য পুনরুদ্ধারের পরিমাণ ও ধরণ		
৬	ই-বর্জ্য ভশ্মীভুতকরণ বা ধ্বংসের পরিমাণ ও ধরণ		
৭	ই-বর্জ্য পরিবহনের পরিমাণ ও ধরণ		

ফরম-২

(বিধি ৪(১২), ৮(৬), ৯(৪), ১০(৮) ১১(৮), ১২(৬), ১৪(২) এবং ২০ (৩) দ্রষ্টব্য)

ই-বর্জ্য বিক্রয়, সংগ্রহ, চূর্ণকরণ এবং পুনঃব্যবহারোপযোগীকরণ সংক্রান্ত বাৎসরিক প্রতিবেদন

১) প্রতিষ্ঠানের নাম..

২) প্রতিষ্ঠান ঠিকানা...

৩) তথ্য রক্ষণাবেক্ষণে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি..

৪) পদবী...

৫) শিক্ষাগত যোগ্যতা..

৬) যোগাযোগ ঠিকানা (বিস্তারিত)ঃ ফোন নম্বর.............................. মোবাইল নম্বর...................................

৭) ই-মেইল .... ফ্যাক্স ....

৮) অনুমোদনের তারিখ .... ৯) অনুমোদন মেয়াদ উত্তীর্ণ-এর তারিখ ....

ক্রমিক	কাজের বর্ণনা	বর্জ্যের ধরন	পরিমাণ (কিলোগ্রাম)
১	ই-বর্জ্য ক্রয়ের মোট পরিমাণ		
২	ই-বর্জ্য পুনঃব্যবহারোপযোগীকরণের পরিমাণ		
৩	ই-বর্জ্য চুর্ণকরণের পরিমাণ ও ধরন		
৪	ই-বর্জ্য বিক্রয়ের মোট পরিমাণ		
৫	রপ্তানির জন্য বিক্রিত ই-বর্জ্যের পরিমাণ		
৬	ই-বর্জ্য বড় ব্যবহারকারী/শিল্পপ্রতিষ্ঠান/ব্যবসায়ী/ অন্যান্যদের নিকট বিক্রয়ের পরিমাণ		

প্রতিষ্ঠান ই-বর্জ্যের ক্রেতাগণের (বড় ব্যবহারকারী/শিল্পপ্রতিষ্ঠান/ব্যবসায়ী/অন্যান্য) নাম, ঠিকানা এবং যোগাযোগের ঠিকানা রক্ষণাবেক্ষণ করিবে।

তারিখ ....

অনুমোদন গ্রহণকারীর স্বাক্ষর ....

নাম ও পদবী ....

ফরম-৩
(বিধি ৫(৩) দ্রষ্টব্য)

প্রস্তুতকারক/সংযোজনকারীর সম্প্রসারিত দায়িত্ব অনুমোদনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য

বরাবর
....
....
....

বিষয়ঃ (ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানেরনাম) .... এর অনুকুলে ই-বর্জ্যের উৎপাদন/সংগ্রহ/পরিবহন/মজুদ /চূর্ণ/পুনঃব্যবহারোপযোগী/পরিত্যাজন)করণে সম্প্রসারিত দায়িত্ব অনুমোদন প্রদান প্রসঙ্গে।

জনাব/জনাবা

পরিবেশ অধিদপ্তর, ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেক্ট্রনিক পণ্য প্রস্তুতকারক/সংযোজনকারী কর্তৃক ই-বর্জ্য উৎপাদন/সংগ্রহ/পরিবহন/মজুদ/চূর্ণকরণ/ পুনঃব্যবহারোপযোগীকরণ/পরিত্যাজনের উদ্দেশ্যে .... (কোম্পানী বা সংস্থার নাম) এর অনুকূলে সম্প্রসারিত দায়িত্বের .... (কারখানার ঠিকানা) অনুমোদন প্রদান করছে।

- এই অনুমোদন ....তারিখ হইতে .... তারিখ পর্যন্ত ৩ বছরের জন্য কার্যকর হইবে
- এই অনুমোদন নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে প্রদান করা হলোঃ

অনুমোদনের শর্তাবলী-

১) আবেদনকারীর নিম্নলিখিত তথ্যাদি থাকিতে হইবেঃ

১.	নাম, টেলিফোন নাম্বার, ই-মেইল এবং যোগাযোগের বিবরণসহ প্রস্তুতকারক/সংযোজনকারীর পূর্ণ ঠিকানা (যেখান থেকে সমগ্র দেশে ইলেকট্রনিক-পণ্য বিক্রয় এর জন্য সরবরাহ করা হয় তাদের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য হবে)	ঃ	
২.	অনুমোদেয়/অনুমোদিতব্য ব্যক্তির নাম এবং ই-মেইল, টেলিফোন নাম্বার, ফ্যাক্স নাম্বারসহ পূর্ণ ঠিকানা	ঃ	
৩.	প্রস্তুতকারকের দায়িত্বসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান এর নাম, ঠিকানা এবং ই-মেইল, টেলিফোন নাম্বার, ফ্যাক্স নাম্বারসহ যোগাযোগের পূর্ণ ঠিকানা যদি তারা প্রস্তুতকারক/সংযোজনকারীর সম্প্রসারিত দায়িত্ব বাস্তবায়নের সাথে জড়িত থাকে।	ঃ	
৪.	নিচের টেবিল-১ উল্লেখিত ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম/যন্ত্রপাতি/পণ্য যা পূর্ববর্তী ১০ বছরে বাজারে ছাড়া হয়েছে তার পূর্ণ বিবরণীঃ		

টেবিল ১ঃ ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম/যন্ত্রপাতি/পণ্য যা পূর্ববর্তী ১০ বছরে বাজারে ছাড়া হয়েছে তার পূর্ণ বিবরণীঃ

ক্রমিক নং	**ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি/পণ্য আইটেম**	**প্রত্যেক বছরে বাজারে ছাড়া হয়েছে এমন পণ্যের পরিমান, সংখ্যা এবং ওজন**									
ক) ঘরোয়া যন্ত্রপাতি (Household Appliances):											
(১)	কম্প্যাক্ট ফ্লুরোসেন্ট ল্যাম্প (Compact Fluorescent Lamp বা CFL) বা মারকারীযুক্ত ল্যাম্প										
(২)	লেডযুক্ত ক্যাপাসিটর/ব্যাটারি										
(৩)	ক্যাডমিয়াম এবং এর যৌগধারী থারমাল কাট-অফ										
(৪)	রেফ্রিজারেটর										
(৫)	কাপড় ধোয়ার যন্ত্র (Washing machine)										
(৬)	থালা-বাসন ধোয়ার যন্ত্র (Dish washer)										
(৭)	মাইক্রোওয়েভ ওভেন (Microwave oven)										
(৮)	রান্না বা খাদ্য প্রক্রিয়াকরণে ব্যবহৃত অন্যান্য ইলেকট্রিক/ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি (Other electrical/electronic appliance used for cooking and processing of food)										
(৯)	বৈদ্যুতিক হিটার (Electric heating appliance)										
(১০)	ভ্যাকুয়াম ক্লিনার (Vacuum cleaner)										
(১১)	ইস্ত্রি এবং অনুরূপ অন্যান্য যন্ত্রপাতি (Iron and similar other appliance)										
(১২)	টোস্টার (Toaster)										
(১৩)	চূর্ণন যন্ত্র (Grinder)										
(১৪)	কফি তৈরীর যন্ত্র (coffee maker)										
(১৫)	Fryer (খাবার ফ্রাই করার যন্ত্র)										
(১৬)	টেলিভিশন (CRT, LCD, LED etc.)										
(১৭)	ডিভিডি প্লেয়ার/ (DVD Player/VCR/VCP)										
(১৮)	ভিডিও ক্যামেরা (Video										

ক্রমিক নং	ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি/পণ্য আইটেম	প্রত্যেক বছরে বাজারে ছাড়া হয়েছে এমন পণ্যের পরিমান, সংখ্যা এবং ওজন									
	camera)										
(১৯)	ভিডিও ধারণ যন্ত্র (Video recorder)										
(২০)	ডিজিটাল ক্যামেরা (Digital camera)										
(২১)	রেডিও / অডিও এ্যামপিফ্লাইয়ার (Radio/Audio amplifier)										
(২২)	ইলেকট্রিক/ইলেকট্রনিক বাদ্যযন্ত্র (electrical/electronic Musical instrument)										
খ) Monitoring and control instruments:											
(২৩)	ধোয়া নির্ণয়কারী যন্ত্র (Smoke detector)										
(২৪)	শিল্প কলকারখানা এবং বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ব্যবহৃত কন্ট্রোল প্যানেল (control panel in industrial installation/power plant)										
(২৫)	থার্মোস্ট্যাট (Thermostat)										
(২৬)	তেজস্ক্রিয় পদার্থ নেই এমন পরীক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র বা শিল্পো-বিদ্যুৎ কেন্দ্রে স্থাপিত যন্ত্র (নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্র)										
(২৭)	শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র										
(২৮)	ঘরোয়া কাজে এবং পরীক্ষাগারে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরণের পরিমাপক, ওজন নেয়ার যন্ত্র এবং বিভিন্ন সমন্বকারী যন্ত্র										
(২৯)	তাপ নিয়ন্ত্রক (Heating regulator)										
(৩০)	বাড়ীতে বা গবেষণাগারে ব্যাবহৃত ওজন নির্ণয়ক যন্ত্র										
গ) Medical Equipments:											
(৩১)	Microscope										
(৩২)	Respiration Monitors										
(৩৩)	Glucose Monitors										
(৩৪)	Physical Therapy Devices										
(৩৫)	Laboratory Measurement Equipment (Thermo meter, PH meter,										

ক্রমিক নং	ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি/পণ্য আইটেম	প্রত্যেক বছরে বাজারে ছাড়া হয়েছে এমন পণ্যের পরিমান, সংখ্যা এবং ওজন									
	conductometer, Measuring Instrument, Titratable Acidity Mini Titrator, Refractive Index , Measurement of Liquids etc.)										
(৩৬)	Defibrillators										
(৩৭)	MRI Equipment										
(৩৮)	Diagnostic Imaging Equipment										
(৩৯)	Biomedical/Pathological Testing Devices										
(৪০)	Urinalysis Equipment										
(৪১)	Endoscopy Equipment										
(৪২)	Hematology Equipment										
(৪৩)	Vital Sign Monitors										
(৪৪)	Ultrasound Equipment										
ঘ) Automatic Machine:											
(৪৫)	কোমল পানীয় বিক্রয়ের স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র (Automatic dispenser for beverage/drink)										
(৪৬)	টাকা উত্তোলনের জন্য ব্যবহৃত স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র (Automated Teller Machine)										
ঙ) তথ্য প্রযুক্তি এবং টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি (Information technology and telecommunication equipment):											
(৪৭)	কেন্দ্রিয় ডাটা প্রক্রিয়াকরণ: মেইনফ্রেম কম্পিউটার, মিনি কম্পিউটার,										
(৪৮)	ব্যক্তিগত কম্পিউটার (Personal Computer)										
(৪৯)	কম্পিউটার মনিটর (Computer Monitor)										
(৫০)	ল্যাপটপ কম্পিটার (Laptop), নেটবুক (Net Book), নোটবুক (Note Book)										
(৫১)	i-pad, Tab বা অনুরূপ যন্ত্রসহ										
(৫২)	প্রিন্টার (Printer)										
(৫৩)	ফটোকপিয়ার (Photocopier)										
(৫৪)	ক্যালকুলেটর (Calculator)										

ক্রমিক নং	ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি/পণ্য আইটেম	প্রত্যেক বছরে বাজারে ছাড়া হয়েছে এমন পণ্যের পরিমান, সংখ্যা এবং ওজন										
(৫৫)	ফ্যাক্স (Facsimile/Fax)											
(৫৬)	সেলুলার ফোন বা মোবাইল ফোন (Cellular telephone/mobile phone)											
(৫৭)	টেলিফোন (land phone এবং cordless phone)											
(৫৮)	অন্যান্য যন্ত্রপাতি যা বৈদ্যুতিক পদ্ধতিতে তথ্য বা ছবি সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, উপস্থাপনা এবং প্রেরণে ব্যবহৃত হয় (other products and equipments for the collection, storage, processing, presentation or communication of information, such as sound, image, data etc. By electronic means)											
(৫৯)	স্ক্যানার (Scanner)											
(৬০)	প্লটার (Plotter)											
(৬১)	ওএমআর (OMR)											
(৬২)	বারকোড রিডার (Barcode reader)											
(৬৩)	মাইক্রোফোন (Microphone)											
(৬৪)	মাউস, কী-বোর্ড (Mouse, Key-board)											
(৬৫)	ওয়েব ক্যামেরা (Web camera)											
(৬৬)	জয়স্টিক (Joystick)											
(৬৭)	প্রোজেক্টর (Projector)											
(৬৮)	স্পিকার (Speaker)											
(৬৯)	মডেম (Modem)											
(৭০)	এন্টেনা (Antenna)											
(৭১)	রাউটার (Router)											

২) আইটেম অনুযায়ী আনুমানিক উৎপাদিত ই-বর্জ্য এবং সার্ভিস সেন্টার বা সেবা কেন্দ্র থেকে উৎপাদিত ই-বর্জ্যসহ আসন্ন বছরে আনুমানিক সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নিচের টেবিল-২ এ দেওয়া হলোঃ

ক্রমিক নং	আইটেম	আনুমানিক উৎপাদিত ই-বর্জ্য		সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা	
		সংখ্যা	ওজন	সংখ্যা	ওজন

৩) প্রস্তুতকারক/সংযোজনকারীর সম্প্রসারিত দায়িত্বের পরিকল্পনাঃ

ক) লক্ষ্যমাত্রাসহ প্রস্তুতকারক/সংযোজনকারীর সম্প্রসারিত দায়িত্বের বাধ্যবাধকতা পূরণের লক্ষ্যে আপনার সামগ্রিক পরিকল্পনার বিবরণ প্রদান করিতে হইবে। এটা ব্যবহৃত ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি/ ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি/পণ্য/সরঞ্জাম যা পূর্বে বাজারে ছাড়া হয়েছে তা হতে সৃষ্ট ই-বর্জ্য সংগ্রহের সাধারণ পরিকল্পনার অর্ন্তভুক্ত করা উচিত। তাছাড়া এই পরিকল্পনার আওতায় ডিলার, সংগ্রহ কেন্দ্র এবং প্রস্তুতকারকের দায়িত্বসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ক্রয়-মেয়াদ শেষে ফেরত ব্যবস্থা (Buy-Back Arrangement), বিনিময় স্কীম (Exchange Scheme), ডিপোজিট রিফান্ড স্কীম (Deposit Refund Scheme) প্রভৃতির মাধ্যমে সরাসরি বা অনুমোদিত/নিবন্ধিত কোন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সংগ্রহকৃত ই-বর্জ্য, অনুমোদিত/নিবন্ধিত পুনব্যবহারপোযোগীকরণকারীর নিকট জমা প্রদান করিতে হইবে;

খ) আপনার স্কীমের আওতায় ই-বর্জ্য ট্রিটমেন্ট, মজুদ এবং নিস্পত্তি সুবিধা প্রভৃতির উল্লেখপূর্বক ডিলার/বিক্রেতা, সংগ্রহ কেন্দ্র, পুনঃব্যবহারপোযোগীকরণকারীর সঙ্গে গ্রহণকৃত চুক্তির কপি এবং ঠিকানাসহ তালিকা প্রদান করিতে হইবে।

৪) প্রস্তুতকারক/সংযোজনকারীর সম্প্রসারিত দায়িত্ব পালন এবং ভোক্তার সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে গৃহীতব্য/গৃহীত উদ্যোগের জন্য আনুমানিক অর্থ বরাদ্দ/বাজেট এর হিসাব প্রদান করিতে হইবে।

৫) প্রস্তাবিত জনসচেতনতামূলক কর্মসূচীর পূর্ণবিবরণী প্রদান করিতে হইবে।

৬) বিপজ্জনক পদার্থ ব্যবহার কমানোর জন্য বিবরণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):

ক) ইলেকট্রনিক এবং ইলেকট্রিক্যাল যন্ত্রপাতি/পণ্য/সরঞ্জাম এ বিপজ্জনক উপাদান ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিধিমালা ১৬(১) ও ১৬(৪) অনুসরণ করিতে হইবে।

খ) বিপজ্জনক উপাদানযুক্ত ইলেকট্রনিক এবং ইলেকট্রিক্যাল পণ্যের প্রমান হিসাবে প্রযুক্তিগত দলিল (যেমন- সরবরাহকারীর ঘোষণা, পণ্যের ঘোষণা/বিশ্লেষণাত্মক প্রতিবেদন) দাখিল করিতে হইবে যা বিপজ্জনক পদার্থ ব্যবহার কমানোর বিধানমতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের স্ট্যান্ডার্ড ইএন-৫০৫৮১ কে অনুসরণ করিবে।

গ) প্রয়োজনীয় দলিলাদিঃ

১. প্রস্তুতকারকের সম্প্রসারিত দায়িত্বের পরিকল্পনা;
২. সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর হতে বিপজ্জনক পদার্থের বিক্রয়ের অনুমতির কপি;
৩. বিপজ্জনক পদার্থ ব্যবহার কমানোর বিধান অনুযায়ী আত্মঘোষণা;
৪. প্রযোজ্যক্ষেত্রে বৈদেশিক বাণিজ্য লাইসেন্স/অনুমতির কপি;
৫. ট্রিটমেন্ট, মজুদ এবং নিস্পত্তি সুবিধা প্রভৃতির উল্লেখপূর্বক ডিলার/বিক্রেতা, সংগ্রহ কেন্দ্র, পুনঃব্যবহারপোযোগীকরণকারীর সঙ্গে গ্রহণকৃত চুক্তির কপি;
৬. প্রয়োজনীয় অন্য যে কোন দলিল।

৭) অনুমোদনটি বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এর বিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হইবে।

৮) পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বা তাঁহার অনুমোদিত কোনো কর্মকর্তার অনুরোধে অনুমোদন এবং ইহার নবায়ন তদন্তের জন্য প্রকাশ করিবে।

৯) পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি ব্যতিত কোনো অনুমোদিত ব্যক্তি পূর্বে নির্ধারিত কার্যক্রম ব্যতিত ই-বর্জ্য ভাড়া, বিক্রয়, ক্রয়, হস্তান্তর বা অন্য উপায়ে পরিবহন করিতে পারিবে না।

১০) অনুমোদন বাতিলের সামীল হইবে যদি অনুমোদন গ্রহণকারী কোনো অননুমোদিত পরিবর্তন, কর্মকান্ড বৃদ্ধি, প্রযুক্তিগত পরিবর্তন, ভশ্মীভুতকরণ, পদ্ধতির পরিবর্তন, কোনো উপাদানের পরিবর্তন, কাজের পরিবেশের বা অন্য যেকোনো পরিবর্তন করিয়া থাকে যাহা পরিবেশের জন্য হুমকিস্বরূপ।

১১) অনুমোদন গ্রহণকারী বা অনুমোদিত ব্যক্তি তাঁহার প্রতিষ্ঠান/বিভাগ যদি বন্ধ করিয়া দেয় বা কোনো কারণে স্থগিত থাকে তবে তাহা পরিবেশ অধিদপ্তরকে অবহিত করিবে।

১২) অনুমোদিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তাঁহার অনুমোদনের মেয়াদ শেষ হইবার কমপক্ষে ~~৬০~~ ৩০ দিন পুর্বে নবায়নের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের বিভাগীয় অফিসে আবেদন করিবে।

তারিখ ....

স্বাক্ষর ....

নাম ....

পদবী ....

ফরম-৪

(বিধি ৬(২), ৭(২), ৮ (৭) এবং ২০ (৪) দ্রষ্টব্য)

ব্যবসায়ী/দোকানদার/রপ্তানীকারক/মজুদকারী/সংগ্রহকেন্দ্র ব্যবস্থাপনাকারী/মেরামতকারীর অনুমোদন প্রাপ্তির আবেদন

১) প্রতিষ্ঠানের নাম ....

২) দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি ....

৩) ঠিকানা ....

৪) যোগাযোগ ঠিকানা (বিস্তারিত) ঃ ফোন নম্বর .... মোবাইল নম্বর ....

৫) ই-মেইল.. ফ্যাক্স ....

৬) টিন/কর নিবন্ধন নম্বর ....

৭) ট্রেড লাইসেন্স এবং ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট আবেদনের সাথে বাধ্যতামূলক প্রদান করিতে হইবে।

৮) শ্রেণিভিত্তিক ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বর্ণনা ....

তারিখ .... স্বাক্ষর ....

ফরম-৫

(বিধি ১২(২) দ্রষ্টব্য)

ই-বর্জ্য সৃষ্টি/ চূর্ণকরণ/পুনঃব্যবহারোপযোগীকরণ/পরিত্যাজন বা ধ্বংসকরণের জন্য অনুমোদন প্রাপ্তির আবেদন

আবেদনকারী...

বরাবর
মহাপরিচালক (প্রধান কার্যালয়ে আবেদন করা হইলে)/পরিচালক (বিভাগীয় কার্যালয়ে আবেদন করা হইলে)
....

জনাব,
আমি/আমরা ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৯-এর বিধান মোতাবেক ই-বর্জ্য **সৃষ্টি**/ চূর্ণকরণ/পুনঃব্যবহারোপযোগীকরণ/পরিত্যাজন বা ধ্বংসকরণের উদ্দেশ্যে অনুমোদন প্রাপ্তির জন্য নিম্নোক্ত তথ্যসহ আবেদন করিতেছি।

সাধারণ তথ্য-

১. প্রতিষ্ঠান/বিভাগের নাম ....
২. আবেদনকারীর নাম ....
৩. পূর্ণ ঠিকানা...
৪. ফোন .... মোবাইল ....
৫. নতুন আবেদনঃ হাঁ/না .... যদি উত্তর না হয় তবে পূর্বে অনুমোদনের নম্বর এবং তারিখ..........................
৬. কি উদ্দেশ্যে অনুমোদনের জন্য আবেদন করা হইয়াছে (সঠিক উত্তরে টিক প্রদান করুন বাঁকি অংশটুকু বাদ দিন)
ক) **সৃষ্টি**....... খ) চূর্ণকরণ........... গ) পুনব্যবহারোপযোগীকরণ....... ঘ) পরিত্যাজন বা ধ্বংসকরণ........ ঙ) অন্যান্য........
৭. প্রকল্পের মোট বিনিয়োগ...
৮. প্রকল্পের আয়তন .... প্রকল্পের আচ্ছাদিত এলাকার আয়তন ....
৯. কার্যক্রম আরম্ভের প্রস্তাবিত তারিখ ....
১০. প্রকল্প এবং ই-বর্জ্যের বর্ণনা
(১) প্রকল্প এলাকার নাম...
(২) প্রকল্প এলাকার আশেপাশে নিম্নোক্ত কোনো কিছু বিদ্যমান আছে কিনা-
ক) জলাশয় .... খ) বন .... গ) পার্ক বা খেলার মাঠ .... ঘ) আবাসিক এলাকা .... ঙ) বিদ্যালয় .... চ) হাসপাতাল .... ছ) পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা........................
৩) উৎপাদন প্রক্রিয়া/প্রযুক্তি (বিস্তারিত) ....
৪) চুর্ণ করা হইবে এমন ই-বর্জ্যের শ্রেণী (তফসিল-১ মোতাবেক)
....
৫) প্রতিদিন প্রকল্পের ধারণ ক্ষমতা..
৬) ই-বর্জ্য পরিত্যাজন (disposal) পদ্ধতি..
৭) কি পরিমাণ ই-বর্জ্য প্রতিদিন প্রক্রিয়াজাত করা হবে ....
ক) সংগ্রহের পরিমাণ .... খ) চূর্ণকরণের পরিমাণ......................................
গ) উৎপাদনের পরিমাণ... ঘ) পুনঃব্যবহারোপযোগীকরনের পরিমাণ ....
৮) মজুদ পদ্ধতি..

৯) কেন্দ্রের মধ্যে মজুদের পরিমাণ ....

১০) পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণে গৃহিত ব্যবস্থাসমূহ (বিস্তারিত, প্রয়োজনে স্বতন্ত্র কাগজ ব্যবহার করণ) ....

১১) কার্যক্রম পরিচালনার সময় কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে তা থেকে পরিত্রাণের উপায় এবং দূর্ঘটনা প্রতিরোধে গৃহিত ব্যবস্থা ....

১২) শ্রমিকদের নিরাপত্তায় গৃহিত ব্যবস্থা ....

তারিখ ....

স্বাক্ষর ....

নাম ....

পদবী ....

ফরম-৬
(বিধি১২(৩) দ্রষ্টব্য)

ই-বর্জ্য সৃষ্টি/সংগ্রহ/পরিবহন/মজুদ/চূর্ণকরণ/পুনঃব্যবহারোপযোগীকরণ/পরিত্যজনের জন্য অনুমোদন

বরাবর
....
....

বিষয়ঃ (ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানেরনাম) .... এর অনুকুলে ই-বর্জ্যের **সৃষ্টি**/সংগ্রহ/পরিবহন/মজুদ /চূর্ণ/পুনঃব্যবহারোপযোগী/পরিত্যাজন)করণে অনুমোদন প্রদান প্রসঙ্গে।

জনাব/জনাবা

পরিবেশ অধিদপ্তর ই-বর্জ্য **সৃষ্টি**/সংগ্রহ/পরিবহন/মজুদ/চূর্ণকরণ/পুনঃব্যবহারোপযোগীকরণ/পরিত্যাজন/রপ্তানীকরণের উদ্দেশ্যে .... (কোম্পানী বা সংস্থার নাম) এর অনুকূলে.. (কারখানার ঠিকানা) অনুমোদন প্রদান করছে।

- এই অনুমোদন ....তারিখ হইতে .... তারিখ পর্যন্ত ৩ বছরের জন্য কার্যকর হইবে
- এই অনুমোদন নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে প্রদান করা হলোঃ

অনুমোদনের শর্তাবলী-

১। অনুমোদনটি বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এর বিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হইবে।

২। পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কর্তৃক বা তাঁহার অনুমোদিত কোনো কর্মকর্তার অনুরোধে অনুমোদন এবং ইহার নবায়ন তদন্তের জন্য প্রকাশ করিবে।

৩। পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি ব্যতিত কোনো অনুমোদিত ব্যক্তি পূর্বে নির্ধারিত কার্যক্রম ব্যতিত ই-বর্জ্য ভাড়া, বিক্রয়, ক্রয়, হস্তান্তর বা অন্য উপায়ে পরিবহন করিতে পারিবে না।

৪। অনুমোদন বাতিলের সামীল হইবে যদি অনুমোদন গ্রহণকারী কোনো অননুমোদিত পরিবর্তন, কর্মকান্ড বৃদ্ধি, প্রযুক্তিগত পরিবর্তন, ভশ্মীভুতকরণ, পদ্ধতির পরিবর্তন, কোনো উপাদানের পরিবর্তন, কাজের পরিবেশের বা অন্য যেকোনো পরিবর্তন করিয়া থাকে যাহা পরিবেশের জন্য হুমকিস্বরূপ।

৫। অনুমোদন গ্রহণকারী বা অনুমোদিত ব্যক্তি তাঁহার প্রতিষ্ঠান/বিভাগ যদি বন্ধ করিয়া দেয় বা কোনো কারণে স্থগিত থাকে তবে তাহা পরিবেশ অধিদপ্তরকে অবহিত করিবে।

৬। অনুমোদিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তাঁহার অনুমোদনের মেয়াদ শেষ হইবার কমপক্ষে ৩০ দিন পুর্বে নবায়নের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরে আবেদন করিবে।

৭। প্রতিটি পৃথক পৃথক প্ল্যান্ট/ ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট প্ল্যান্ট নির্মাণের স্থানের জন্য পৃথক পৃথক অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে ।

কর্মকর্তার নাম ও পদবী
পরিবেশ অধিদপ্তর

ফরম-৭
(বিধি ২১ দ্রষ্টব্য)
ই-বর্জ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের সময় সংঘটিত দুর্ঘটনাজনিত প্রতিবেদন

আবেদনকারীর নাম ....

সাধারণ তথ্য-

১) প্রতিষ্ঠান নাম ....
২) ঠিকানা..
৩) যোগাযোগ ঠিকানা ঃ ফোন.................................... মোবাইল ....
৪) পরিবেশ অধিদপ্তরের নিবন্ধনের ও ছাড়পত্র অনুমোদনের নম্বর এবং তারিখ.......................
৫) প্রকল্পের মোট বিনিয়োগ ....
৬) প্রকল্পের আয়তন .... নির্ধারিত প্রকল্প এলাকা ....
৭) প্রতিদিন প্রকল্পের ধারন ক্ষমতা ....
৮) চুর্ণ করা হইবে এমন ই-বর্জ্যের শ্রেণী (বিধিমালা মোতাবেক)..
৯) ই-বর্জ্য মজুদ পদ্ধতি ....
১০) ই-বর্জ্য মজুদের পরিমাণ ....
১১) ই-বর্জ্য পরিত্যাজন (disposal) পদ্ধতি ....
১২) দুর্ঘটনা সংঘটনের দিন ই-বর্জ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের পরিমান ....
ক) সংগ্রহের পরিমাণ .... খ) চূর্ণকরণের পরিমাণ ....
গ) উৎপাদনের পরিমাণ .... ঘ) পুনঃব্যবহারোপযোগীকরনের পরিমাণ ....
১৩) পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণে গৃহিত ব্যবস্থাসমূহ (বিস্তারিত) .... (প্রয়োজনে স্বতন্ত্র পৃষ্ঠা সংযুক্ত করুণ)
১৪) তরল বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)ঃ
ক) Biological Waste Treatement .... (খ) Chemical Waste Treatment ....
গ) Mixed/hybrid waste water treatment .... (ঘ) অন্যান্য ....
১৫) গ্যাসীয় বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)ঃ
ক) চিমনি (stack/Kiln) এর মাধ্যমে .... খ) ধুলিকণা সংগ্রাহক (dust collector) ....
গ) স্ক্র্যাবার (scrubber) .... ঘ) বৈদ্যুতিক থিতানো পদ্ধতি (Electrostatic Precipitator) ...... (ঙ) বিষাক্ত গ্যাস পরিশোধক (Toxic Gas Filtration) .... চ) অন্যান্য ....
১৬) কার্যক্রম পরিচালনার সময় দুর্ঘটনা ঘটিলে তাহা থেকে পরিত্রাণের উপায় এবং দূর্ঘটনা প্রতিরোধে গৃহিত ব্যবস্থা ....
....
....
১৭) শ্রমিকদের নিরাপত্তায় গৃহিত ব্যবস্থা ....
....
১৮) দুর্ঘটনা সংঘটনের তারিখ ও সময় ....
১৯) দুর্ঘটনা সংঘটনের কারণ ও পূর্ণবিবরণী ঃ...
....
....
....

আমি এই মর্মে প্রত্যায়ন করিতেছি যে উপরে বর্ণিত সকল তথ্য আমার বিশ্বাস ও জানা মতে সত্য এবং সঠিক।

তারিখ ....

স্বাক্ষর ....
নাম ....
পদবী ....

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

১. পরিচালক, সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়, পরিবেশ অধিদপ্তর।
২. দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা, স্থানীয় আইন প্রয়োগকারী সংস্থা।
৩. দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর সংশ্লিষ্ট কার্যালয়।
৪. দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট কার্যালয়, বিস্ফোরক অধিদপ্তর।
৫. দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা, অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা/কার্যালয়।

ফরম- ৮
(বিধি ২৫(১) দ্রষ্টব্য)

পরিবেশ অধিদপ্তরের আদেশ বা নির্দেশের বিরুদ্ধে আপীল

১) আপীলকারীর নাম ....

২) আপীলের বিষয় ....

৩) আপীলের সূত্র (আপীলের প্রেক্ষিত) ....

৪) আপীলের পক্ষে যৌক্তিকতা ....

তারিখ.................

স্বাক্ষর ....
নাম ....